NOV. 26 2001

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

মধ্য জানুয়ারির আগে পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ শেষ হবে না

যুগান্তর রিপোর্ট

বছরের শুরুতে সারাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দেয়ার টার্গেট নিয়ে পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ চলছে। তবে সারাদেশে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছতে পুরো জানুয়ারি লেগে যেতে পারে। আগামী ২৯ নভেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের বই ছাপা শেষ করার জন্য ১৫০টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একইভাবে ২৯৬টি প্রতিষ্ঠানকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপা আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রেস মালিক সমিতি বলছে, মাধ্যমিক স্তরের বই ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাজারে যাবে। প্রাথমিক স্তরের বই ছাপা শেষ করতে পুরো ডিসেম্বর লাগবে এবং যে কয়টি বইয়ে সংশোধনী আনা হচ্ছে সেগুলো ছাপা হয়ে সরবরাহ করতে মধ্য জানুয়ারি পর্যন্ত লাগতে পারে। প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক বই ছাপার কাজে গতবারের তুলনায় এবার ৪ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। গতবার একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান 'পুস্তকা'র মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার খরচ ছিল সাড়ে ১১ কোটি টাকা। এবার মোট ব্যয় হবে ৭ কোটি টাকা। এবার টেন্ডারে অনেক প্রেস অংশগ্রহণ করতে পারায় কম দামে ছাপানো যাচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দায়িত্বশীল সূত্র গতকাল জানিয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ের বই ছাপার কাজ আজকের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শেষ হবে। প্রতিদিন একশ' থেকে দেড়শ' টন কাগজ যাচ্ছে ছাপাখানায়। দিনের বেলায় রাজধানীতে ট্রাক চলতে পারলে ২০০ টন কাগজ সরবরাহ করা যেত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঠ্যপুস্তকের কাগজ বহনের জন্য কিছু ট্রাক দিনের বেলায় চলাচলের অনুমতি দেয়ার জন্য

পাঠ্যপুস্তক : জানুয়ারি
(৩য় পৃষ্ঠার পর)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাতে সাড়া দেয়নি পাশাপাশি ছাপাখানাগুলোতে বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের কারণে প্রতিদিন ২/৩ ঘণ্টা ছাপা বন্ধ থাকছে। ইতিমধ্যে প্রাথমিক স্তরের দু'একটি পাঠ্যপুস্তক দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো শুরু হয়েছে। প্রথমে নীলফামারী, সিলেট, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামে বই পাঠানো হয়।

সরকার আশা করছে, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হবে। কিন্তু ছাপাখানাগুলো ওই সময়ের মধ্যে ছাপার কাজ শেষ করতে পারবে কিনা সন্দিহান। বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ১৯টি পাঠ্যপুস্তকে কিছু রদবদলের কারণে ওই বইগুলোর ছাপার কাজ পিছিয়ে যায়। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বাংলার ৩টি বইয়ের পজেটিভ সরবরাহ করা হয়েছে। আগামী শনিবার পর্যন্ত আরও কয়েকটি বইয়ের পজেটিভ প্রেসে দেয়া হবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ক প্রাথমিক স্তরের ৮টি ও মাধ্যমিক স্তরের ১১টি বইয়ে সামান্য অথচ স্পর্শকাতর পরিবর্তন আনা হচ্ছে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ বইয়ে পরিবর্তন আসছে। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বাংলা, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর সমাজ এবং নবম শ্রেণীর পৌরনীতি ও ইতিহাস বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস সংক্রান্ত লেখায় এসব সংশোধন করা হচ্ছে। সংশোধনের মাধ্যমে মুক্তি সংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমানের পাশাপাশি জিয়াউর রহমানের অবদান তুলে ধরা হচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে 'জাতির জনক' বাদ দেয়া হচ্ছে এবং জিয়াউর রহমানের নামের আগে 'স্বাধীনতার ঘোষক' সংযোজন করা হচ্ছে। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এ সংশোধনী চলছে। সংশোধন কাজে দেরি হওয়ায় বইগুলো ছাপার জন্য প্রেসকে বইয়ের পজেটিভ দিতেও দেরি হচ্ছে। প্রেস মালিকদের অভিযোগ, তাদের সরবরাহ করা পজেটিভের মান খুবই খারাপ। পজেটিভ খারাপ হওয়ায় প্লেট নষ্ট হচ্ছে এবং ছাপার কাজে দেরি হচ্ছে। এ অভিযোগ ইতিমধ্যেই বোর্ডকে জানানো হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের বই ছাপার জন্য যে ১৫০টি প্রেসকে কাজ দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে ১৪৪টি প্রেস কাজ করছে। বাকি ৬টি প্রেস অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করে কাগজ তুলতে দেরি করার কারণে সবেমাত্র কাজ শুরু করেছে।

গত বছর পাঠ্যপুস্তক ছাপতে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া এবং যথাসময়ে বই সরবরাহ করতে না পারার কারণে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বড় ধরনের কেলেঙ্কারি ঘটে। সেই অভিজ্ঞতা সামনে রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবার পাঠ্যপুস্তক ছাপার ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ নিয়েছে। নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঠ্যপুস্তক ছাপার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ শুরু করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের টেন্ডার অনুযায়ী ছাপাখানাগুলোকে বই ছাপার কাজ দেয়া হয়। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ তত্ত্বাবধান করছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্বরত প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার কাজ তদারক করছেন। গত বছর জানুয়ারিতে বই সরবরাহের কথা থাকলেও 'পুস্তকা' বছরের অর্ধেক পেরিয়ে যাওয়ার পর জুলাইতেও বই সরবরাহ করে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এ বছর মোট ৬ কোটি ৭৩ লাখ বই ছাপা হবে। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৩৩ বিষয়ে ৪ কোটি ৭৩ লাখ এবং মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ২ কোটি বই ছাপা হবে। প্রাথমিক স্তরের জন্য অতিরিক্ত বই ছাপতে হবে ১ কোটি ৩১ লাখ। সংশোধনীর কারণে এ অতিরিক্ত বই ছাপতে